এম জেড হোসেন আরজু ▷

জাতীয় পাঠ্যপুস্তক সরবরাহ চ্যানেলে পেট্রলবোমা হামলা : সুদূরপ্রসারী অশনিসংকেত

বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার নতুন মাত্রাকে গভীরভাবে ব্যাখ্যার সময় এসেছে। এ ব্যাখ্যায় উঠে আসবে জাতীয় সত্তা ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান বিপর্যয়ের আশঙ্কা। শিক্ষা খাতকে চিরন্তনভাবে ভূষিত করা হয় জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ। এর বুনিয়াদি স্তর হলো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম। বাংলাদেশে প্রতিবছর লাখ লাখ শিক্ষার্থী এই স্তরে পাঠ্য বই অনুশীলন শেষে আনুষ্ঠানিক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। সরকার শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোয় তা প্রতিপালনে যথাসাধ্য প্রয়াস চালিয়ে থাকে

বিগত সপ্তদশ শতাব্দী থেকে উনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে দেখা যায়, বৈদেশিক আগ্রাসী কোনো শক্তি রাষ্ট্রক্ষমতা দখল এবং অর্থনৈতিক স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় শিক্ষা খাতকে টার্গেট করত। জিঘাংসা চরিতার্থ করতে কোনো প্রযুক্তিসংশ্লিষ্টকে ধ্বংসও করত। আমরা হালাকু খানের বাগদাদে বিশাল বিশাল দুর্লভ গ্রন্থের গ্রন্থাগারগুলো জ্বালিয়ে দেওয়ার ইতিহাস জানি। ব্রিটিশরা নিজেদের উৎপাদিত বস্ত্রের যাতে কোনো যোগ্য প্রতিযোগী না থাকে তার জন্য বাংলার বিখ্যাত মসলিন কাপড় প্রস্তুতকারকদের হাত কেটে নেওয়ার ইতিহাস মোটেও দূরের নয়।

বাংলাদেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার নতুন মাত্রাকে গভীরভাবে ব্যাখ্যার সময় এসেছে। এ ব্যাখ্যায় উঠে আসবে জাতীয় সত্তা ও জাতীয় প্রতিষ্ঠান বিপর্যয়ের আশঙ্কা। শিক্ষা খাতকে চিরন্তনভাবে ভূষিত করা হয় জাতির মেরুদণ্ডস্বরূপ। এর বুনিয়াদি স্তর হলো প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষাক্রম। বাংলাদেশে প্রতিবছর লাখ লাখ শিক্ষার্থী এই স্তরে পাঠ্য বই অনুশীলন শেষে আনুষ্ঠানিক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়। সরকার শিক্ষাব্যবস্থার কাঠামোয় তা প্রতিপালনে যথাসাধ্য প্রয়াস চালিয়ে থাকে।

সাম্প্রতিক সময়ে সম্ভবত সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শিক্ষা খাত। অন্যান্য আর্থিক খাতের গত প্রায় চৌত্রিশ দিনে দাবি মতে অঙ্কের মূল্যে ক্ষতির পরিমাণ ৭৫ হাজার কোটি টাকা। শিক্ষা খাতকে এককভাবে সুদূরপ্রসারী বিবেচনায় নিলে তাকেও অতিক্রম করতে পারে। যেমন চলমান মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ১৫ লাখ। তারা দীর্ঘ ১০টি বছর প্রস্তুতি নিয়েছে মাধ্যমিক সনদ পরীক্ষার জন্য। কিন্তু দুঃখজনক ও ভয়াবহ রাজনৈতিক অস্থিরতায় তারা পরীক্ষাগুলো দিতে পারবে কি পারবে না সে ব্যাপারে দোদুল্যমান। একটি পরীক্ষা হঠাৎ করে অনুষ্ঠিত হলো ঘোষণা মোতাবেক, আবার অন্যান্য পরীক্ষা কবে অনুষ্ঠিত হবে তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত। অথবা শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ঘোষণা মোতাবেক তারা আবার মনস্তাত্ত্বিকভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছে। পরক্ষণেই নতুন ঘোষণা পরীক্ষা স্থগিতের। এই কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মনস্তত্ত্বে ফলত সৃষ্টি হয়েছে বিশৃঙ্খলা ও উদ্বেগ। তারা তাদের মেধা, মনন ও নিষ্ঠাকে ভিন্ন খাতে চালিত করতে বাধ্য হচ্ছে। হয়তো বা কোনো একটি বিষয়ের পরীক্ষায় অংশ নিল, কিন্তু সে ক্ষেত্রে স্বভাবতই পরীক্ষার ফলাফলে তার ছাপ পড়বে অনিবার্যভাবে। পরীক্ষা-পরবর্তী ফলাফল শিক্ষার্থীর পুরো পরিবারে গভীর প্রভাব ফেলে।

এ দেশের শিক্ষাব্যবস্থা তিনভাবে বর্তমান উদ্বেগজনক রাজনৈতিক অস্থিরতার শিকার। প্রথমত, নিরাপত্তাজনিত, দ্বিতীয়ত, প্রাতিষ্ঠানিক দৈনন্দিন শিক্ষা কার্যক্রম ভেঙে পড়া এবং তৃতীয়ত, জাতীয় কারিকুলামের পাঠ্যপুস্তক সরবরাহব্যবস্থা ভেঙে পড়া।

সর্বশেষ ঘটনাটিতে বসুন্ধরা গ্রুপের একটি পরিবহন ট্রাক দুর্বৃত্তদের পেট্রলবোমার শিকার হয়। ট্রাকটি প্রাথমিক শিক্ষা বোর্ডের বই বহন করছিল। এতে ট্রাকের চালক ও হেলপার দগ্ধ ও আহত হন। গত সোমবার ভোরবেলায় ঢাকার ইস্ট ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপ লিমিটেডের প্রেস ইউনিট থেকে লক্ষ্মীপুরে বই নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। দুর্বৃত্তরা প্রথমে একটি পেট্রলবোমা ট্রাকের উইন্ডশিল্ডে নিক্ষেপ করে। পরবর্তী বোমা ছোড়ার আগেই গাড়ির চালক এবং তার সহকারী সৌভাগ্যক্রমে দ্রুত ট্রাক থেকে নামতে সক্ষম হন। প্রায় আটত্রিশ হাজার পাঠ্য বইয়ের অর্ধেকের বেশি পুড়ে গেছে।

এ ঘটনায় আমরা সহজে অনুধাবন করতে পারি, বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ধ্বংসের জন্য যে প্রক্রিয়া অব্যর্থ তাই-ই অনুসৃত হচ্ছে। পরিবারগুলোতে শিক্ষার্থীদের আর পাঠ অধ্যয়নমুখী দেখা যাচ্ছে না। বিদ্যালয়গুলো নামকাওয়াস্তে খুলে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা হাজিরা দিয়ে চলে যাচ্ছে। ঢাকার একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল 'এসআইএস'। দীর্ঘদিন পর খুলেছিল গত সপ্তাহে শুক্রবারে। তাও আগের দিন মোবাইল ফোনে এসএমএস পাঠিয়ে শিক্ষার্থীকে জানিয়ে দেওয়া হয়। স্কুল থেকে এক বিরাট ওয়ার্কশিট দেওয়া হয়। শিক্ষার্থী ভীষণ আতঙ্কিত। এত হোমওয়ার্ক কিভাবে সে সারবে? তবু তার পাঠ্যপুস্তক আছে বলে বাবা-মায়ের জোরজবরদস্তিতে হয়তো বা বইগুলো নিয়ে সামান্য সময় বসতে পারে। কিন্তু স্কুলগামী শিক্ষার্থীকে ঘরে নির্বাসিত করে মেধা, জ্ঞান এবং সামাজিকীকরণের প্রক্রিয়ায় নেওয়া যেতে পারে না।

জাতীয় কারিকুলামের অবশ্যপাঠ্য বইগুলোর বিতরণ প্রবাহ বন্ধ হলে কী হবে? কোমলমতি শিশুদের অন্য কিছু করার থাকবে না। তারা হবে অদ্ভুত বন্ধ্যা সময়ে গৃহবন্দি। ডিশ চ্যানেলে অপসংস্কৃতির আবহে তাদের শক্তিপূর্ণ দেহমনে নতুন ভয়াবহ প্রজন্মে পরিণত হওয়ার অশুভ আকাঙ্ক্ষা জাগবে। ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশের শিশু প্রজন্ম হয়ে উঠবে আগামী বর্বর জাতি গঠনে প্রধান উপকরণ।

মজিবুর রহমান, মুদ্রণ সংস্থার পক্ষে এনসিটিবির জন্য পাঠ্যপুস্তক সরবরাহের দায়িত্বে নাস্ত। তাঁর ভাষ্য মতে, উৎকর্ষপূর্ণ বইগুলো প্রকাশনার কাঁচামাল ও অন্যান্য রসদ সংগ্রহ করতে এই বৈরী সময়ে হিমশিম খেতে হয়েছে। উপর্যুপরি মুদ্রণোত্তর বিতরণব্যবস্থায়ও তিনি বিপন্ন বোধ করছেন। মুদ্রণালয় থেকে গন্তব্য পর্যন্ত পৌঁছতে গ্রন্থগুলো পুড়ে যাওয়ার সঙ্গে গাড়ির চালক-হেলপারের জীবনও সংহার হতে পারে। শুধু জীবিকার জন্য তাঁদের এই পরিবহন পেশা ধরে রাখা।

সরকারি পণ্য পরিবহনে দুর্বৃত্তদের এই হামলা একটি সমন্বিত এবং ধারাবাহিক কর্মপ্রক্রিয়ার নীলনকশা হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। পূর্বে উল্লিখিত জাতীয় তিনটি প্রক্রিয়ায় জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রথমে ভঙ্গুর, পরে নিশ্চল এবং সব শেষে অস্তিত্বহীন করে ফেলা যদি দুর্বৃত্তায়নের কৌশল হয়, তাহলে তাকে রোধ করার জন্য পুরো জাতির পরস্পর আজ আরো কাছাকাছি এবং সুসংগঠিত হওয়া দরকার অবিলম্বে।

লেখক : কলামিস্ট

১০ FEB 2015